



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 227 - 235

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি

অলক বর্মন

গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Email ID: alokban2021@gmail.com

 0009-0001-3440-0411

ও

ড. অর্জুনদেব সেনশর্মা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

History,
Historical
Imagination,
Particular truth,
Universal truth,
Probability,
Historical time-
place-society,
The author's
perspective,
Historical rasa.

Abstract

With the rise of bourgeois society replacing feudal society in Europe, the novel - a new art-form of literature - emerged. In literature, a novel is a long, narrative-centered fictional prose work. For the convenience of this long narrative form, the study of history has gained importance in the modern novel. It is worth noting that historical writing describes past events based on factual information. A historian does not go beyond written or oral sources. But in that regard, a novelist is much freer. Where information is lacking in the narration of historical events, the novelist takes recourse to 'counter-history' or historical imagination. In the tradition of the historical novel, it is noticeable that while creating the narrative, novelists have emphasized probability, necessity, historical imagination, and historical aesthetic appeal, alongside past events and characters. As a result, the particular truth of history is elevated to a universal truth in the novel.

It is important to note that in writing a historical novel, the novelist must become a philosopher of history. Assuming the role of a philosopher, the novelist makes the inner conflicts of character, political rise and fall, empire-building, life-struggles, joy-sorrow, love-affection, hope-aspiration of people from the past contemporary for the present reader, by combining historical and fictional characters. As a result, a sense of historical aesthetic appeal is evoked in the heart of the empathetic reader.

From Thomas Leland, Horace Walpole, Clara Reeve, Sir Walter Scott, Honoré de Balzac to novelists of the Postmodern or Postcolonial era like Chinua Achebe, Salman Rushdie, Amitav Ghosh, and Mahasweta Devi, all have artistically presented historical events or realities in their novels. The course and nature of the historical novel have changed repeatedly according to time, place, and society. A detailed discussion on this is present in the main essay.

Discussion

১

প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাস ও সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ‘অথর্ববেদ’-এ স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, -

“তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নরাশংসীশ্চন ব্যচলন।”^১

সেকালে পুরাণ, গাথার মতো ইতিহাস সাহিত্যের অংশ ছিল। বৈদিক যুগের কবিরা অর্বাচীন ঘটনা বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাস অংশে স্থান দিতেন। পরবর্তী ‘মহাভারত’-এ লিখিত আছে—

“পুরাণ সংহিতাঃ পুণ্যাঃ কথা ধর্মার্থ সংশ্রিতা।

ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রাগাম ঋষীগাথ মহাত্মনাম।।”^২

অর্থাৎ মহাভারতের কালপর্বে রাজা ও ঋষিদের সম্পর্কিত বিবরণ ইতিহাস অংশে স্থান পেত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘মহাভারতের ঐতিহাসিকতা’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

“ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসম্বিতম্।

পূর্ববৃত্তকথায়ুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।।”^৩

এইভাবে লেখক কর্তৃক ইতিহাস ধীরে ধীরে সাহিত্যের মাঝে নিজের আলাদা পরিচিতি গড়ে তোলেন। শুধু তাই নয়, একসময় ইতিহাস সাহিত্য থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ বলেন—

“এক সময়ে রামায়ণ-মহাভারত ছিল ইতিহাস। এখনকার ইতিহাস তাহার সহিত কুটুম্বিতা স্বীকার করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়; বলে কাব্যের সহিত পরিণীত হইয়া উহার কূল নষ্ট হইয়াছে। এখন তাহার কূল উদ্ধার করা এতই কঠিন হইয়াছে যে, ইতিহাস তাহাকে কাব্য বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে। কাব্য বলে, ভাই ইতিহাস, তোমার মধ্যে অনেক মিথ্যা আছে, আমার মধ্যেও অনেক সত্য আছে; এসো আমরা পূর্বের মতো আপোস করিয়া থাকি। ইতিহাস বলে, না ভাই, পরস্পরের অংশ বাঁটোয়ারা করিয়া বুঝিয়া লওয়া ভালো। জ্ঞান-নামক আমিন সর্বত্রই সেই বাঁটোয়ারাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। সত্যরাজ্য ও কল্পনারাজ্যের মধ্যে একটা পরিষ্কার রেখা টানিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর।”^৪

একালের ইতিহাসবিদ অশীন দাশগুপ্তের ভাষায়—

“সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত-আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যখ্যাই ইতিহাস।”^৫

কালক্রমে সাহিত্য থেকে ইতিহাস বেরিয়ে আসলেও উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ওতপ্রোত সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। একালে ইতিহাসের ঘটনা বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম হয়; তেমনি অনেক সময় বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্য ঐতিহাসিক প্রাচীন ইতিহাসের বিবরণ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ ইতিহাস ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক।

গ্রিক দার্শনিক আরিস্টটল তাঁর ‘পোয়েটিক্স’ গ্রন্থে ইতিহাস ও কাব্যের তুলনামূলক আলোচনায় স্পষ্ট জানিয়েছেন—

“যা ঘটেছে তারই নিছক বিবরণ দেওয়া কবির কাজ নয়— কবির কাজ, যা ঘটতে পারে, আবশ্যিকতা ও সম্ভবতার দিক দিয়ে যা সম্ভব, তাই বিবৃত করা।”^৬

তিনি আরও বলেন—

“কাব্য ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর দার্শনিকতাময় এবং মহত্তর সামগ্রী। কারণ কাব্য প্রকাশ করতে চায়— ‘সামান্য’কে (Universal), ইতিহাস প্রকাশ করে— ‘বিশেষ’কে (Particular)। ‘সামান্য’ বলতে আমি এই মনে করেছি— কেমন করে বিশেষ শ্রেণীর লোক বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্ভাব্যের ও আবশ্যিকের নিয়ম অনুসারে কিছু বলবে বা কিছু করবে। পাত্র-পাত্রীকে বিশেষ নাম দিয়ে, কাব্য এই সামান্য-সত্যেই পৌছতে চায়।”^৭

আরিস্টটলের এই বক্তব্য শুধু কাব্য সাহিত্যে নয়, ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রীত নাটক ও উপন্যাস সাহিত্যক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য।

অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্যে উপন্যাস নামক শিল্পরূপের আগমনের পর ফরাসি ঔপন্যাসিক স্যর ওয়ালটার স্কট (১৭৭১-১৮৩২)-এর হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা ঘটে। স্যর ওয়ালটার স্কট ঐতিহাসিক কাহিনি বর্ণনায় কল্পিত চরিত্রকে নায়ক এবং ইতিহাস খ্যাত চরিত্রকে অপ্রধান করে তুলেছেন। সমালোচক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এর কারণ—

“প্রথমত, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি পাঠকের বিশেষ পরিচিত বলিয়া, তাহাদিগকে কল্পনার সাহায্যে রূপান্তরিত করার পক্ষে বিশেষ বাধা আছে; ঔপন্যাসিকের রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী তাহাদিগকে পরিবর্তিত করা চলে না। সুতরাং লেখক যে সমস্ত বিপ্লব-অভিঘাত দেখাইতে চাহেন, সমসাময়িক যে সমস্ত বিরোধের ধারা পরিস্ফুট করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা কাল্পনিক চরিত্রের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তোলা তাঁহার পক্ষে সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক যুগেরই সাধারণ জীবন, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে স্কট-এর জ্ঞান এতই ব্যাপক ও গভীর ছিল, প্রত্যেক শতাব্দীরই বিশেষ প্রাণস্পন্দন তিনি এতই সুক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত ধরিতে পারিতেন যে, সমাজচিত্রের কেন্দ্রস্থলে রাজাকে স্থাপন করা তাঁহার প্রয়োজন হইত না।”^৮

ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রসঙ্গে দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন —

“ইতিহাস-চর্চা এবং উপন্যাস-রচনা সাহিত্যক্ষেত্রে এই দুই ধারাই যখন পাশাপাশি সমশক্তিসম্পন্ন হয় তখনই সার্থক ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ রচিত হতে পারে। ... শুধু ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাপঞ্জী সাজিয়ে দিলেও ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ হয় না। ঐতিহাসিকের মুখ্য কাজ ঐতিহাসিক তথ্যকে উপস্থাপিত করা, ব্যাখ্যা করা। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রধান কর্তব্য ঐতিহাসিক কল্পনাবোধের দ্বারা বিশেষ বিশেষ যুগের সর্বস্তরের নর-নারী, তাদের বিপুল সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বেগ, দৃশ্য ও ঘটনাকে ‘জীবন্ত’ করে তোলা। নিজেকে বর্তমানের পটভূমি থেকে সরিয়ে সেই অতীত যুগের সংবেদনশীল দর্শকে রূপান্তরিত হওয়া। ... ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের প্রতিপক্ষ নয়, ইতিহাসের পরিপূরক।”^৯

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন—

“অতীতভিত্তিক উপন্যাস ... দৈনন্দিন তুচ্ছতা ও তাৎক্ষণিক খুঁটিনাটিকে পাশ কাটিয়ে জীবনের চেয়ে বড়ো মাপের রঙ্গমঞ্চে মানুষের দুঃখশোক, জয়পরাজয়, প্রেম ও বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় অস্তিত্বকে গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টা। ... যে পূর্বযুগ এতে বর্ণিত হয় তা কখনো ইতিহাসের অতীত কখনো কল্পনার অতীত, কখনো দুই ধরনের অতীতের যথেষ্ট মিশ্রণ। কিন্তু কাহিনির স্থান কাল যাই হোক না কেন লেখকের নিজের যুগের দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা অস্তিত্বসংকটের সংকেত তাঁর লেখায় কোনো না কোনোভাবে চিহ্নিত হতে বাধ্য।”^{১০}

মনে রাখতে হবে যে, কাব্য সম্পর্কিত আরিস্টটলের Probability এবং Universal truth এর ধারণা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঔপন্যাসিকের কাজ শুধু ইতিহাসের বিবরণ দেওয়া নয়। ইতিহাসের বিশেষ সত্যকে শৈল্পিক বর্ণনার মাধ্যমে সামান্য সত্যে উত্তীর্ণ করা ঔপন্যাসিকের কর্তব্য। বর্তমানকালে ইতিহাসের অনেক তথ্য আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত। অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়ের লিখিত ইতিহাস উপাদান না থাকায়, পণ্ডিতেরা লোককথা, জনশ্রুতি, প্রচলিত ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি কথিত উপাদানের সাহায্যে ইতিহাস বিবরণের চেষ্টা করেন। এর ফলে কথিত ইতিহাস বিবরণ কালক্রমে অসত্য প্রমাণিত হতে পারে। যেমন, সেনরাজ লক্ষণসেনের পালয়নের প্রচারিত ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক বর্তমান।

ইতিহাস সর্বদা অতীতের অর্বাচনীয় সত্যকে ব্যক্ত করতে চায়। কিন্তু তথ্যাভাবে ইতিহাসের দুই বা ততোধিক ঘটনার সংযোগ স্থাপন, অনেক সময় সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক কল্পনায় অতীতের দুই বা ততোধিক ঘটনার সংযোগ স্থাপন করে থাকেন। এই কল্পিত ইতিহাসের সাহায্যে অতীতের একটি নির্দিষ্ট কালের মানুষের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি, জীবন সংঘাত ইত্যাদির মাধ্যমে লেখক সর্বকালের মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। উপন্যাসে লেখক সৃষ্ট কল্পিত ইতিহাস, অতীতকে নান্দনিকভাবে দেখাতে সাহায্য করে। আখ্যানে কৃত্রিম চরিত্রের সঙ্গে

ঐতিহাসিক চরিত্রের মেলবন্ধনে কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও কল্প-ইতিহাসের ভূমিকা অপরিসীম।
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

“কল্পনা ও সত্যের মধ্যে সত্যই আদরণীয়, কিন্তু সত্য যেখানে প্রাণহীন, সেখানে কল্পনার রাজ্য হইতেও
জীবনস্পন্দন-আনয়ন আটের পক্ষে অধিকতর কাম্য।”^{১১}

তিনি আরও জানান—

“ইতিহাসের উপরে উপন্যাসের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, ইহা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, ইহা
সত্যের বন্ধন হইতে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। কিন্তু এই কল্পনাকে ইতিহাস-ক্ষেত্রে দুই প্রকারে প্রয়োগ করা
যায়; ইহা লেখককে ঐতিহাসিক সত্য-নির্ণয়ের অপ্রীতিকর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতিদানের উপায়স্বরূপে
ব্যবহৃত হইতে পারে, অথবা ইহা একপ্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ইতিহাসের পরস্পর-বিরোধী
জটিল উক্তিসমূহ ভেদ করিয়া উহার মর্মগত সত্যে গিয়া হাত দিতে পারে।”^{১২}

উল্লেখ্য বিষয়, ঐতিহাসিক কল্পনা কখনও ইতিহাস তথ্যকে বিকৃত করে না, বরং ঐতিহাসিক কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে
সাহায্য করে।

ঐতিহাসিক কল্পনার মতো সম্ভাব্য ও আবশ্যিকতার যুক্তি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের অন্যতম
হাতিয়ার। ইতিহাসে Probability থাকতে পারে। এই সম্ভাব্যতার যুক্তি প্রয়োগে ইতিহাসবিদ পর্যটকদের বিবরণ, বিভিন্ন
ঐতিহাসিক গ্রন্থ, লোককথা ইত্যাদি গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ ইতিহাস বর্ণনায় সম্ভাব্যতার যুক্তি অনেকটা প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু
অতীতের একটি নির্দিষ্ট কালের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুই বা ততোধিক ঘটনা বা চরিত্রের সংযোগ বা ক্রিয়াকলাপ বর্ণনার
ক্ষেত্রে ইতিহাস-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্যতা ও আবশ্যিকতার যুক্তি প্রয়োগে ঔপন্যাসিকের তেমন কোনো বিধিনিষেধ নেই।
যার ফলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের চরিত্র ও কল্পিত চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে ঐতিহাসিক রস
সঞ্চার করতে পারে। সম্ভাব্যতার যুক্তি প্রয়োগের একটি উদাহরণ দেওয়া হল। ধরা যাক, কোন একজন রাজার বিক্রম ও
পরাক্রম নামে দুই পুত্র ছিল। দু'জনের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ? ইতিহাসে এই প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায়নি। দেখা গেলে,
রাজার মৃত্যুতে বিক্রম সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার যুক্তির সাহায্যে আমরা বিক্রম জ্যেষ্ঠ সন্তান বলতে
পারি। কেননা, প্রাচীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান রাজার অবর্তমানে সিংহাসন পেতেন। উল্লেখ্য
যে, ইতিহাসের সম্ভাব্য যুক্তি প্রয়োগের সীমা আখ্যানে অতিক্রম করলে রোমান্সধর্মী বা কল্পিত গদ্য কাহিনি সৃষ্টি হতে পারে।
এই জন্য ঔপন্যাসিককে সচেতন হতে হবে যে, ইতিহাসের সম্ভাব্য যুক্তি আখ্যানে যেন সত্যের অনুগামী হয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে নকল নয়, অনুকরণ করে থাকেন। ঐতিহাসিক আখ্যান
বর্ণনায় লেখকের উদ্দেশ্য ইতিহাসের ঘটনা বা চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত সমস্যা বা জীবনচিত্রকে একালে সমগ্র মানুষের
করে তোলা। এই জন্য সহৃদয় পাঠক উপন্যাস বর্ণিত চরিত্রদের জীবনসংঘাত, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে নিজেকে খুঁজে
পায়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃজনে সময় গুরুত্ব অপরিহার্য। ঔপন্যাসিক ইতিহাসের যে সময়ের ঘটনা বা চরিত্রের কথা
বলতে চান, সেই সময়ের পরিবেশ আখ্যানে শৈল্পিকভাবে তুলে ধরতে হয়। লেখক সময় অনুসারে ঐতিহাসিক ঘটনা,
ঐতিহাসিক চরিত্র কিংবা কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করেন। এই ঐতিহাসিক চরিত্র ও কল্পিত চরিত্রের মাধ্যমে ইতিহাসের সংঘাত,
কূটনীতি, রণকৌশল, জয়-পরাজয়, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, নরনারীর জীবন-যাত্রা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম-প্রীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা
ইত্যাদি ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তোলেন। অর্থাৎ অতীত ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময় ও পরিবেশের কথা মাথায় রেখে ঔপন্যাসিককে
সমাজবদ্ধ মানুষের রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক দিক তুলে ধরতে হয়। এই কাজে ঐতিহাসিক উপন্যাস
রচয়িতা যতটা না ঐতিহাসিক, তার থেকে বেশি দার্শনিক হতে হয়। উল্লেখ্য, লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রদের
ইতিহাসের পটভূমি অনুসারে আখ্যানে বিচরণ করান। আখ্যান বর্ণিত চরিত্ররা সময় উপযোগী কিনা সেদিকেও লেখক
সচেতন থাকেন। কারণ, ঔপন্যাসিক ইতিহাস সচেতন না থাকলে ঔচিত্য দোষ ঘটতে পারে। যেমন- পণ্ডিত হরপ্রসাদ
শাস্ত্রী তাঁর ‘বেণের মেয়ে’ উপন্যাসের সময়কাল একাদশ শতক। তাসত্ত্বেও ঔপন্যাসিক দশম শতকের শ্রীধর (‘ন্যায়কন্দলী’

টীকা রচিতা)-কে কাহিনিতে স্থান দিয়েছেন। ফলস্বরূপ, উপন্যাসটিতে কালাতিক্রমণ দোষ ঘটেছে। ইতিহাস সচেতনতার অভাবে উপন্যাসে স্থান-কাল-দেশ ঐচ্ছিক দোষ ঘটতে পারে। এই জন্য উপন্যাসিককে আখ্যান বর্ণনায় ইতিহাস সচেতন ও সজাগ থাকতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতায় ‘ঐতিহাসিক রস’-কে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

“ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটি বিশেষ রস সঞ্চয় করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি উপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসের কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মশলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নাই; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষমাত্র।”^{১০}

উল্লেখ্য, একালের ইতিহাসবিদ তথা প্রাবন্ধিক অশীন দাশগুপ্ত তাঁর ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে লিখেছেন –

“তিনি (ঐতিহাসিক) কিছু একটা পড়ছেন তারপর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যা পড়লেন তার একটা ব্যাখ্যা করছেন। লোকে বলে পাথুরে প্রমাণ। কথাটা এই অর্থে ঠিক যে পুরানো, নির্ভরযোগ্য নথি বা নথির সহচর অন্য কোনও বস্তু না থাকলে ঐতিহাসিক মুখ খোলেন না। কিন্তু মুখ যখন খোলেন বা কলম যখন ধরেন, তখন যে ব্যাখ্যাটা বেরিয়ে আসে তার মধ্যে ঐতিহাসিকের জীবনও থাকে, সাধারণ বুদ্ধিটুকুও থাকে। ... কিছুটা পুরনো নথিপত্র, কিছুটা ঐতিহাসিকের জীবন, কিছুটা সাধারণ বুদ্ধি - সবমিলিয়ে ইতিহাসের বক্তব্য তৈরি হল। এরকম করে দেখলে ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের পার্থক্যটা কমে আসে। কিছুটা পার্থক্য অবশ্যই থাকে। পুরনো নথির সাক্ষ্য কখনও কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু যুক্তি দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, পুরনো সাক্ষ্য ছাড়াও ইতিহাসের বক্তব্যে অন্য কিছু ঘটছে। এই ‘অন্য কিছু’-তে সাহিত্যিকও যা ঐতিহাসিকও তাই।”^{১১}

এখন বড়ো প্রশ্ন, পাঠক ইতিহাস না ইতিহাসকেন্দ্রিক সাহিত্য পড়বে? এই প্রশ্ন, পাশ্চাত্যে স্কটের ‘আইভ্যানহো’-কে কেন্দ্র করে দেখা গিয়েছিল। সমস্যা সমাধানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ প্রবন্ধে মন্তব্য করেন—

“ইতিহাস পড়িব না আইভ্যানহো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভ্যানহো পড়ো। পাছে ভুল শিখি এই সতর্কতায় কাব্যরস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিলে স্বভাবটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায়।

কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।”^{১২}

২

অতীতের ঘটনা বর্ণনায় উপন্যাসিক তাঁর কালের মানুষের কথা কৌশলে তুলে ধরেন। এই কারণে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের গতিপথ দেশ-কাল-সমাজ অনুসারে বার বার পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে ইতালিতে রেনেসাঁসের প্রভাবে মানুষ মধ্যযুগীয় পরলোকমুখিতা থেকে বেরিয়ে ইহলোকমুখিতা হন। মানুষের আত্মস্বাতন্ত্র্যের, চিন্তাবিকাশে, মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠায় রেনেসাঁসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরবর্তী পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রেনেসাঁসের ধারণা ধীরে ধীরে গোটা ইউরোপের ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়কালে সাহিত্যের অন্যতম শাখা উপন্যাসের জন্ম হয়। দেবীপদ ভট্টাচার্য দাবি করেন –

“ফিউডাল সমাজ বা রাজতন্ত্রী অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সাহিত্য ভূমিষ্ঠ হয়নি। আবার একেবারে নিরক্ষর মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যও উপন্যাস জন্মগ্রহণ করেনি। ফিউডাল সমাজের পরিবর্তে বুর্জোয়া

সমাজের অভ্যুত্থানই উপন্যাসের জন্ম সম্ভব করেছে। মুদ্রায়ন্ত্র এই ব্যাপারে করেছে সবচেয়ে বেশি সহায়তা।”^{১৫}

অষ্টাদশ শতকে (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। সামন্ততন্ত্রের অবসানে বুর্জোয়া শ্রেণির মানুষ সমাজের নেতৃত্বস্থান অধিকার করেন। এরাই সেকালের উপন্যাসের লেখক ও পাঠক। অষ্টাদশ শতকে ফিলডিং, ডাফো, সুইফট প্রমুখ উপন্যাসিকের হাতে তৎকালীন নাগরিক সমাজ, বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে।

ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সাধারণ পাঠক সমাজের গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণের প্রয়োজনে বাস্তবধর্মী ও ইতিহাসধর্মী উপন্যাস চর্চা শুরু হয়েছিল। ফরাসি উপন্যাসিক স্যর ওয়ালটার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) হলেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনাকারী। তিনি ইতিহাস পরিচিত চরিত্রদের সাহায্যে ঐতিহাসিক কাহিনীর পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। স্কট ছেলেবেলায় মা ও ঠাকুমার কাছ থেকে ইতিহাসের গল্প শুনতো। এর ফলে তাঁর অন্তরে স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল। আবার, তখনকার ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি প্রমুখ কবিদের রোমান্টিক ভাবনাও স্কটকে আকর্ষণ করেছিল। এই কারণে তাঁর ‘ওয়েভারলি’, ‘আইভ্যানহো’, ‘রব রয়’, ‘দ্য ট্যালিসম্যান’ ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে রোমান্সের প্রভাব লক্ষিত হয়। ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস প্রসঙ্গে দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, -

“আলোচ্য যুগের নরনারী, রীতিনীতি, ঘটনা ও ভাবাদর্শ স্কটের লেখনীতে প্রাণবন্ত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে— ঐতিহাসিক ঘটনা ও রোমান্টিক কাহিনীর চমৎকার মিলন ঘটেছে।” অন্যদিকে স্কটের উপন্যাসের একটি সম্পর্কে সমালোচক ই. এম. ফরস্টের অভিমতটি দেবীপদ ভট্টাচার্যের ভাষায় -

“...স্কটের উপন্যাসে প্লটের বাঁধুনি বা গাঁথুনি কোনোটিই খুব সুদৃঢ় নয়। ...স্কটের উপন্যাসে ‘প্যাসান’ (Passion)-এর বাসনা-কামনা তীব্রতার অভাব এবং এই ‘প্যাসান’-এর অভাবের জন্যই ... স্কটের উপন্যাস উঁচুদরের শিল্প হতে পারে নি।”^{১৬}

পরবর্তীতে হাঙ্গেরীর তাত্ত্বিক Georg Lukacs তাঁর ‘The Historical Novel’ গ্রন্থে ওয়ালটার স্কট বর্ণিত উপন্যাস চরিত্রকে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই চরিত্রদের মাধ্যমে স্কট সমকালীন সামাজিক দ্বন্দ্ব ও ইতিহাসের পরিবর্তন তুলে ধরেছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি প্রসঙ্গে ইতিহাস আলোচনা জরুরি। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)-এর সমকালে সমাজে বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই সময় সমাজ ধনী, ব্যবসায়ী, শিল্পমালিকদের অধীনে চলে আসে। বালজাক তাঁর উপন্যাসে তৎকালীন সমাজ তথা ইতিহাসকে ফুটে উঠেছে। লক্ষণীয়, অনোরে দ্য বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০)-এর ঐতিহাসিক উপন্যাসে রোমান্স গুরুত্ব পায়নি। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে অভিজাত সমাজের নরনারীর ব্যভিচার থেকে ব্যবসায়ী, ডাক্তার, বিচারক, সুদখোর, মহাজন স্বরূপ ধরা পড়েছে। ‘Les chouans’ উপন্যাসে বা ‘La Comedie Humaine’ উপন্যাস সংগ্রহে বালজাক সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাস্তব সমাজ ও অর্থনৈতিকতার দিকটি শৈল্পিকভাবে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ বালজাক ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাসে রোমান্সকে বাদ দেওয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস নতুন মাত্রা লাভ করে।

উল্লেখ্য, ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে ব্রিটিশ ও প্রুশিয়ান বাহিনীর কাছে নেপোলিয়নের পরাজয়ের মধ্যদিয়ে রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান ঘটে। ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব থেকে সাধারণ জনগণ কৃষি এবং কারিগরি কাজে যুক্ত ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে তারা মজুরে পরিণত হলো। এ থেকে জন্ম হলো সর্বহারা শ্রেণির। দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন -

“... ১৮১৫-৪৮ কাল-পর্বে শিল্পবিপ্লবের ফলে যাকে ‘সর্বহারা শ্রেণী’ বলা হয় তার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর ফলে এই সময়ে নগরকেন্দ্রিক শিল্পাশ্রয়ী শ্রমিক সমাজ একদিকে পড়ুয়া সাধারণের (reading public) সংখ্যা বাড়ল, অন্যদিকে কথাসাহিত্যে তাদের জীবনচিত্র প্রকাশিত হতে লাগল।”^{১৭}

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লবে দশম চার্লসের শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র, মজুর, সাংবাদিক প্রমুখ সাধারণ শ্রেণির মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই সময়কালে কাল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) মার্ক্সীয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লিখিত যে,

ইতিহাসে বুর্জোয়া শ্রেণির পরাজয়ের ফলে সমাজে প্রলেতারিয়াত বা সর্বহারা শ্রেণির মানুষ মুখ্য হয়ে ওঠে। মার্কসের তত্ত্বানুসারে, পুঁজিবাদী সমাজের সংকটের মূল কারণ বুর্জোয়া শ্রেণি ও প্রলেতারিয়াত শ্রেণির দ্বন্দ্ব। সর্বহারা শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটান। মার্কসবাদী দার্শনিক Lukacs এর মতে, ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট কালের সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিকতা ও শ্রেণিদ্বন্দ্বকে তুলে ধরেন। সাধারণ মানুষের জীবন সংকটই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। Lukacs বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, ঔপন্যাসিক কল্পনার আশ্রয় নিতে পারেন, তবে ইতিহাস ও সমাজ বাস্তবতা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। উল্লিখিত, এই সময়কালের ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিম্নশ্রেণির মানুষের শোষণ, বঞ্চনা, অধিকারের প্রশ্ন গুরুত্ব পায়।

উনিশ শতকে রুশ জার ও অভিজাততন্ত্রের হাতে কোটি কোটি ভূমিদাসদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ঔপন্যাসিক গোগল (১৮০৯-১৮৫২) এই ভূমিদাসদের জীবনচিত্র ‘Dead Souls’ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, ভূমিদাস প্রথাকে ঔপন্যাসিক ব্যঙ্গ করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রলেতারিয়াত যুগে মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে নয়, সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের হয়ে লেখকেরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। ডন নদীর তীরবর্তী কসাকদের ইতিহাসকেন্দ্রিক গোগলের ‘Tarass Bulba’ ঐতিহাসিক উপন্যাস আজও স্মরণীয়।

ঔপন্যাসিক তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) রুশিয়ায় নেপোলিয়নী আক্রমণের প্রেক্ষাপটে ‘ওয়ার অ্যাণ্ড পীস’ উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাসটি তলস্তয়ের সেবাস্তোপলের যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল বলা যায়। ‘ওয়ার অ্যাণ্ড পীস’ প্রসঙ্গে দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

“উর্ধ্বে নেপোলিয়নী অভিযানের মেঘ-বজ্র-বিদ্যুৎ আর নিম্নে মানবজীবন-সাগরতরঙ্গের বিচিত্র উৎক্ষেপ— এই দুয়ের বলিষ্ঠ সংঘাত ও সমন্বয়ের রূপ উপন্যাসটিতে অঙ্কিত হয়েছে। অসটারলিজের যুদ্ধ, প্রথম আলেকজান্দার ও নেপোলিয়নের মধ্যে তিলশিটের সন্ধি, সন্ধিভঙ্গ, নেপোলিয়নের রুশিয়া অভিযান, বোরোদিনোর যুদ্ধ, জনহীন অগ্নিদগ্ধ মস্কোয় নেপোলিয়নের প্রবেশ ও প্রস্থান, —সবই পরিপূর্ণ সত্যায় (অবশ্য একজন রুশিয়ার চোখে) তলস্তয় চিত্রিত করেছেন। কিন্তু কেবল ইতিহাস পাঠের জন্য আমরা ‘ওয়ার অ্যাণ্ড পীস’ পড়ি না। মানুষের রহস্যময়ী খরশ্রোতা জীবনতটিনী যে-ঋজু-বক্ররেখায় প্রবহমানা হয়ে আবর্ত রচনা করে চলে, তার সঙ্গে ইতিহাসের অন্ধবেগ মিলে পরস্পরের কণ্ঠ আঁকড়ে দুর্বীর বেগে এখানে বহে চলেছে। সেজন্য কাহিনীর স্রোত কোথাও মন্দগতি হয়নি, চরিত্রগুলি কোথাও স্থাগু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি— সবাই ছুটে চলেছে। ইতিহাস ও মানবজীবন এখানে পরস্পরকে রূপান্তরিত করেছে— যুদ্ধগর্ভ ইতিহাস এবং অপার-রহস্যময় মানবজীবনের এই অর্ধনারীশ্বর রূপ আজ পর্যন্ত একমাত্র ‘ওয়ার অ্যাণ্ড পীস’-এ সম্ভব হয়েছে।”^{১৭}

বিশ শতকে মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫)-এর উপন্যাস সম্পর্কিত Dialogism, Polyphony, Heteroglossia, Chronotope, Carnival তত্ত্ব বিশ্লেষণে ছড়িয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কণ্ঠস্বর উপন্যাসে বেশি বেশি প্রতিফলিত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ইতিহাসের সত্যানুসন্ধানে নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে ইতিহাসের ধারণার পরিবর্তিত হতে পারে। এই জন্য সাহিত্য ইতিহাস নকল নয়, অনুকরণ করে। কারণ সাহিত্য সর্বকালের মানুষের কাছে আদরণীয় হতে চায়। এই সচেতনতায় Post modern যুগের ঔপন্যাসিকরা ঐতিহাসিক সত্যের পুনর্নির্মাণ শুরু হয়। এই সময় ঔপন্যাসিক নির্দিষ্ট কালের বস্তুনিষ্ঠ কাহিনি নির্মাণ থেকে সরে আসেন। বদলে, লেখক আখ্যানে ইতিহাসকে Historical imagination উপাদানের সাহায্যে এমনভাবে নির্মাণ করে, যাতে সহৃদয় পাঠকের কাছে ইতিহাস কেবলমাত্র বয়ান মনে হয়। অর্থাৎ এই সময় ইতিহাস ও কল্পিত ইতিহাসের মিলন ঐতিহাসিক উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, পোস্ট মডার্ন যুগে ইতিহাসের রাজা-বাদশাহদের বদলে সমাজের উপেক্ষিত কথা ঔপন্যাসিক অনেকটা গল্পের ছলে তুলে ধরেন। ইতিহাস তথা অতীতের গল্প বলার জন্য লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক কল্পনা সংমিশ্রণ ঘটান। এমন কি, মেটাফিকশন, জাদু বাস্তবতাকে কাহিনি নির্মাণে গুরুত্ব দেন। উদ্বোধিত একোর ‘দ্য নেম অব দ্য রোজ’, জন ফাউলসের ‘The French Lieutenant's woman’ এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর Post Colonial যুগের সূচনা ঘটে। এই Post Colonial কালের চিনুয়া আচেবে, সালমান রুশদি, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কিজ, অমিতাভ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ, সাবঅল্টন কণ্ঠস্বর, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয় প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে Post Colonial যুগের চিত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’ ইত্যাদি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। উল্লেখ্য বিষয়, উত্তর ঔপনিবেশিক সমাজ-ইতিহাস বাস্তবতার নিরিখে সমকালীন ঔপন্যাসিকরা তাঁদের সৃষ্ট উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের অধিকারের প্রশ্নগুলি বার বার করে গেছেন।

বর্তমানে, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা ইতিহাসাশ্রীত রোমান্স, কিংবা রাজা-বাদশার জীবনচিত্র শৈল্পিকভাবে বর্ণনার জন্যই আখ্যান সৃজন করেন না। একালের লেখক অতীত ঘটনা বা চরিত্র বর্ণনার মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব গুলোকে ইতিহাস কল্পনায় তুলে ধরতে চান। এই জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক আখ্যান বর্ণনায় ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে, কল্পইতিহাসের সাহায্যে অতীত মানুষের জীবনকাহিনিকে মুখ্য করে তোলেন। ইতিহাসের অব্যবহিত প্রকাশ সংবাদ। সংবাদের মধ্যে আজকাল সাংবাদিক নিজের কথা ঢুকে নেন। অন্যদিকে, উপন্যাসও সরাসরি বর্তমান কালের কথা ব্যবহার করেছে। ফলে ইতিহাস ও উপন্যাসের দূরত্ব কমে আসছে। এইভাবে দেশ-কাল-সমাজ মানুষের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের গতিপথ পরিবর্তন করে চলেছে।

Reference:

১. গোস্বামী, বিজনবিহারী, অথর্ববেদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ – ১৩৫৮, পৃ. ৪৪৭
২. বেদবয়স, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (সম্পাদক সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস), মহাভারতম্ আদিপর্ব, ১৩৩৮, পৃ. ১২
৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা, কৃষ্ণ চরিত্র, প্রথম খণ্ড, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৪৮, পৃ. ১৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ- ১৩৬১, পৃ. ১৫৬
৫. সম্পাদক দাশগুপ্ত, উমা, অশীন দাশগুপ্ত প্রবন্ধ সমগ্র, ইতিহাস ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ: মে ২০২৩, পৃ. ৩৫
৬. ভট্টাচার্য, শ্রীস্বধনকুমার, এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব, জাতীয় সাহিত্য, কলকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ - ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ. ৪৭
৭. তদেব, পৃ. ৪৭
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-১৯, পৃ. ২৭
৯. ভট্টাচার্য, দেবীপদ, উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় জি.এ.ই. সংস্করণ - অক্টোবর ১৯৮২, পৃ. ৭৬-৭৭
১০. মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী, উপন্যাসে-অতীত : ইতিহাস ও কল্পইতিহাস, থীমা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩, পৃ. ৩
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-১৯, পৃ. ২৯
১২. তদেব, পৃ. ৫৮
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ- ১৩৬১, পৃ. ১৬১
১৪. সম্পাদক দাশগুপ্ত, উমা, অশীন দাশগুপ্ত প্রবন্ধ সমগ্র, ইতিহাস ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ : মে ২০২৩, পৃ. ২১-২২
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ - ১৩৬১, পৃ. ১৬২

১৬. ভট্টাচার্য, দেবীপদ, উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশি, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় জি.এ.ই. সংস্করণ- অক্টোবর ১৯৮২, পৃ. ২৩

১৭. তদেব, পৃ. ৭৭

১৮. তদেব, পৃ. ৭৯

১৯. তদেব, পৃ. ৮৮

২০. তদেব, পৃ. ৭০